খাতামান্নবীঈন
ও
আহমদীয়া
মুসলিম জামাত

আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

খাতামান্নবীঈন
ও
আহমদীয়া মুসলিম জামাত

আহমদ তৌফিক চৌধুরী

প্রকাশনায়
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ
৪, বকশী বাজার রোড
ঢাকা-১২১১

প্রথম প্রকাশ ঃ অক্টোবর, ১৯৯৫
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ মার্চ, ১৯৯৬

মুদ্রণে ঃ ইন্টারকন এসোসিয়েটস্
ঢাকা

খাতাম অর্থ কি

আরবী 'খাতাম' শব্দের 'তে' অক্ষরে যখন যবর থাকে অর্থাৎ খাতাম হয় তখন এটি ইসমে আলা বা করণ বাচ্যের বিশেষ্য পদ, যার অর্থ মোহর, আংটী (আংটীর দ্বারাও মোহরের কাজ করা হত)। আর যখন 'তে' অক্ষরে যের থাকে অর্থাৎ খাতেম হয় তখন এটি কর্তৃবাচ্যের বিশেষ্য পদ বা ইসমে ফায়েল, যার অর্থ মোহরকারী বা শেষকারী। অতএব পবিত্র কোরআনে যেহেতু 'তে' অক্ষরে যবর সহ 'খাতামান্নবীঈন' এসেছে এজন্য এর অর্থ হবে 'নবীদের মোহর।' কোরআন শরীফের নির্ভরযোগ্য প্রামাণিক অভিধান মুফরাদাতে রাগেবে আছে, 'খতম' ও 'তাবয়া' দু'টি পৃথক বিষয়, প্রথম শব্দটি মূল ও ধাতুগতভাবে মোহরের ছাপের ন্যায় কোন বস্তুর ক্রিয়া সম্পাদন করাকে বুঝায়। এটিই খতম শব্দের ধাতুগত মৌলিক অর্থ এবং 'তাবয়া' শব্দের অর্থ মোহর-ছাপের প্রাপ্ত ফল, এটি খতমের মৌলিক অর্থের ক্রিয়া।" আরবী সাহিত্যে খাতাম শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠও হয়। যেমন খাতামুশ শুয়ারা, খাতামুল ফুকাহা, খাতামুল মোহদ্দেছীন বলতে যথাক্রমে শ্রেষ্ঠ কবি, শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞ এবং শ্রেষ্ঠ মোহাদ্দেছকে বুঝায়। আঁ-হযরত (সাঃ)ও অনুরূপ শব্দ ব্যবহার করেছেন, যেমন তিনি হযরত আব্বাছ (রাঃ) সম্বন্ধে বলেন, "নবুওয়তে আমি যেমন খাতামান্নবীঈন, হিজরতে আপনি তদ্রূপ খাতামুল মুহাজেরীন (কঞ্জুল উম্মাল)। অন্যত্র বলেছেন, "আনা খাতামুল আম্বিয়ায়ে ওয়া আনতা ইয়া আলী খাতামুল আওলিয়া" (তফছিরে সাফী) অর্থাৎ আমি খাতামুল আম্বিয়া এবং হে আলী তুমি খাতামুল আওলিয়া। এখানে আঁ-হযরত (সাঃ) হযরত আব্বাস (রাঃ)-কে খাতামুল মুহাজেরীন এবং হযরত আলীকে (রাঃ) খাতামুল আওলিয়া বলতে নিশ্চয়ই শেষ মোহাজের ও শেষ ওলী বোঝান নাই। কেননা, হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর পর আরো লক্ষ লক্ষ মোহাজের মুসলমানদের মধ্যে হয়েছেন এবং হবেনও। হযরত আলী (রাঃ)-এর পরও অসংখ্য ওলী আল্লাহ্ এই উম্মতে জন্ম নিয়েছেন এবং ভবিষ্যতেও যে জন্ম নিবেন তা অস্বীকার করার উপায় নেই। অতএব এসব স্থলে আঁ-হযরত (সাঃ) যে খাতাম শেষ অর্থে ব্যবহার করেন নি তা অতি স্পষ্ট। তিনি যে অর্থে খাতামুল মোহাজেরীন এবং খাতামুল আওলিয়া ব্যবহার করেছেন ঠিক সেই অর্থেই নিজেকে খাতামুল আম্বিয়া বলেছেন।

এখানে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন যে, খাতামান্নবীঈন আয়াত নাযেল হওয়ার পাঁচ বৎসর পর নবীপুত্র ইব্রাহীম যখন

মারা গেলেন তখন মহানবী (সাঃ) জানাযা পড়ে বললেন, "লাও আশা লাকানা ছিদ্দিকান নবীয়া" অর্থাৎ সে জীবিত থাকলে অবশ্যই সত্য নবী হ'ত (ইবনে মাজা' কিতাবুল জানায়েজ) এই হাদীস যে সহী তাতে কোন সংশয় নেই (দেখুন শেহাব আলাল বায়জবী, জিলদ ৭, পৃঃ ১৭৫)। এই হাদীসের ব্যাখ্যায় হানাফী ফেরকার প্রসিদ্ধ ইমাম হযরত আলী আল কারী (রাহঃ) লিখেছেন "তাঁর (ইব্রাহীমের) নবী হওয়া খোদার বাক্য খাতামুন্নবীঈনের বিরোধী নয়। কেননা, খাতামুন্নবীঈনের আসল তাৎপর্য হল রসূল করীমের (সাঃ) পর এমন কোন নবী আসবেন না যিনি তার শরীয়তকে মনছুখ করবেন এবং তাঁর উম্মত হতে হবেন না" (মওজুয়াতে কবীর)।

দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মৌলানা মোহাম্মদ কাশেম নানুতবী সাহেব লিখেছেন, "আঁ-হযরত (সাঃ) নবুওয়তের মৌলিক গুণে গুণান্বিত ছিলেন এবং তিনি ভিন্ন অন্যান্য নবীদের নবুওয়ত আঁ-হযরত (সাঃ)-এর কল্যাণপ্রসূত, কিন্তু তাঁর নিজের নবুওয়ত অন্যের কল্যাণে নয়। এইভাবে তাঁর উপর নবুওয়ত মোহরাবদ্ধ হয়ে যায়; বস্তুতঃ তিনি যেমন আল্লাহ্‌র নবী তদ্রূপ নবীগণেরও নবী" (তাহজিরুন্ নাস)।

খাতামান্নবীঈনের তাৎপর্য

হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) খাতামান্নবীঈন (সূরা আহযাব)। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে হযরত আদম (আঃ)-এর বহু পূর্বেই খাতামান্নবীঈন রূপে মনোনীত করেন। তিনি বলেন, "আমি আল্লাহ্‌র নিকট তখনও খাতামান্নবীঈন হিসাবে লিপিবদ্ধ ছিলাম যখন আদম মাটিতে মিশে ছিলেন (শরহে সুন্নাহ্ আহমদ, মিশকাত, কঞ্জুল উম্মাল)। হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'হুজুর (সাঃ)-এর দুই কাঁধের মধ্যে নবুওয়তের মোহর অঙ্কিত ছিল, আর এই হলো খাতামান্নবীঈন' (তিরমিযী)।

'খাতাম শব্দের অর্থ মোহর বা সেই আংটী যার উপর নাম খোদাই করা থাকে মোহর রূপে ব্যবহার করার জন্য' (লিসানুল আরব, তাজুল উরুছ, সিহা জওহারী, কামুছ, মুন্তাহিউল আরব)।

উপরে উদ্ধৃত একটি হাদীস দ্বারাও একথা প্রমাণিত যে, মহানবী (সাঃ)-এর দুই কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে একটি চিহ্ন অঙ্কিত ছিল যাকে খতমে নবুওয়ত বা মোহরে নবুওয়ত বলা হয়। এই হাদীসটি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করছে যে,

খাতাম শব্দের অর্থ মোহর বৈ অন্য কিছু নয়। খাতাম শব্দের এর চাইতে উজ্জ্বল ব্যাখ্যা আর কিছু হতে পারে না। মহানবী (সাঃ) বলেছেন, 'আমি খাতামান্নবীঈন আর এতে আমার কোন অহংকার নেই (দারেমী, ইবনে আসাকির, মিশকাত, কঞ্জুল উম্মাল)। এ থেকেও বুঝা যায় খাতামান্নবীঈন এমন একটি পদবী যা নবী করীম (সাঃ)-এর গৌরব ও মর্যাদাকে বৃদ্ধি করে। তিনি সবশেষে এসেছেন, সকল নবী থেকে তিনি কনিষ্ঠ, এর মধ্যে গৌরবের কী আছে ? পরিবারের মধ্যে সবচাইতে ছোট ছেলেটি কি বলতে পারবে যে, আমি সবার ছোট আর এ জন্য আমি সবচাইতে সম্মানিত। তবে এজন্য আমি অহংকার করছি না। কখনো না। শেষ হওয়ার মধ্যে কোন গৌরব নেই। তাছাড়া মহানবী (সাঃ) তো শুধু শেষ নবীই নন, তিনি প্রথম নবীও–'হুয়াল আউয়ালু ওয়া হুয়াল আখেরু' (ইবনে আসারিক, কঞ্জুল উম্মাল)। এমনকি কোন কোন হাদীসে তাঁকে প্রথম মানুষও বলা হয়েছে (ইবনে সাদ মুরসালান, ইবনে আবি শায়েবা মসনদান, দুররে মনসুর)। মিরাজ কালেও তাঁকে 'আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া আওয়ালু ইয়া আখেরু' বলে সম্ভাষণ জানানো হয়েছিল (বায়হাকী)।

এই সব বর্ণনা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফা (সাঃ)-এর নবুওয়ত হল মূল নবুওয়ত। এই নবুওয়তের পূর্ণ রূপই হল খাতামান্নবীঈন। খাতামান্নবীঈনই প্রকৃত মডেল। আদম (আঃ) থেকে শুরু করে সর্বশেষ আগমনকারী নবী সবই হযরত খাতামান্নবীঈন (সাঃ)-এর বিকাশ আর এজন্যই তাঁকে বলা হয় নবীউল আম্বিয়া বা নবীগণেরও নবী (খতমে নবুওয়ত, ৪৬৮ পৃঃ)। এই মূল নবুওয়তের খণ্ড খণ্ড বিকাশ এক লাখ বা দুই লাখ চব্বিশ হাজার বার পৃথিবীবাসী দর্শন করেছে। মহানবী (সাঃ)-এর মোহরের ছাপ নিয়েই আদম (আঃ) থেকে শুরু করে বিভিন্ন যুগে অসংখ্য সত্য নবীর আবির্ভাব ঘটেছে। যাদের মধ্যে মোহাম্মদী নবুওয়তের ছাপ নেই তারা বাতিল। তারা কাজ্জাবরূপে পরিত্যক্ত। নবীদের সত্যতার মাপকাঠি এই মোহর। বাজারে যেমন ভেজালমুক্ত কোন আসল জিনিস খরিদ করতে হলে তার ট্রেড মার্ক দেখে খরিদ করতে হয় তেমনি সত্য নবীকে গ্রহণ করতে হলেও খাতামান্নবীঈন মার্কাটি দেখে নিতে হয়। যে দাবীকারকের মধ্যে খাতামান্নবীঈনের চিহ্ন আছে তিনিই সত্য নবী। আর যার মধ্যে খাতামান্নবীঈনের চিহ্ন মাত্র নেই সেই নবী নকল বা কাজ্জাব। হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে হযরত ঈসা (আঃ) পর্যন্ত যত নবীর আবির্ভাব হয়েছে

তারা সবাই ছিলেন খাতামান্নবীঈনের এক একটি 'কলা' বা খণ্ড বিশেষ। স্বয়ং মহানবীর (সাঃ) আবির্ভাবের ফলে সকল কলা-ই পূর্ণতা প্রাপ্ত হল। ইসলামের পূর্ণতার ঘোষণা দ্বারা একথাই বর্ণিত হয়েছে (সূরা মায়েদা)। অতএব এখন আর কোন নবী পূর্ববর্তী নবীদের ন্যায় আগমন করবেন না। তাই বলা হয়েছে–'লা নবীয়া বাদী' অর্থাৎ নবী করীম (সাঃ)-এর পর আর কোন নবী নেই। আদম (আঃ) থেকে শুরু করে ঈসা (আঃ) পর্যন্ত যত ধরনের নবীর আবির্ভাব হয়েছে তদনুরূপ নবী আর আবির্ভূত হবেন না। ঐসব নবীদের মধ্যে হযরত ঈসা (আঃ) হলেন শেষ নবী। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) নবুওয়তের সর্বশেষ চূড়ান্ত বিকাশ। তাঁর নবুওয়তই হল মূল নবুওয়ত। তাঁর পূর্বের যত নবী তাঁরা সবাই তাঁর আংশিক ছবি। তারপর আর কোন আংশিক বিকাশের সার্থকতা নেই, আর এজন্যই 'লা নবীয়া বাদী'।

এখন প্রশ্ন হল, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পর উম্মতে মোহাম্মদীয়ার সংশোধনের এবং নেতৃত্ব প্রদানের জন্য কি কেউ পৃথিবীতে আগমন করবে না? ইসলামের সার্বিক দায়-দায়িত্ব কি মৌলবী-মৌলানা এবং পীর মশায়েখরাই পালন করবে এবং উম্মতে ওয়াহেদাকে নেতৃত্ব দিবে ? যারা নিজেরাই বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন তারাই কি দিবে পথের দিশা ? যারা একে অপরকে ফতোয়ার দ্বারা কাফের বানাতে ব্যস্ত তারাই কি সমগ্র মানব জাতিকে মসুলমান বানাবে ? না-না-না।

তাই হাদীসে দেখা যায় এই উম্মতের মধ্যে আবির্ভূত হবেন ইমাম মাহদী (আঃ)। কোন কোন হাদীসে ইমাম মাহদী (আঃ)-কে 'ঈসা ইবনে মারিয়ামা ইমামান মাহদীয়ান' বা ঈসা ইবনে মরিয়ম বলা হয়েছে। (মসনদে আহমদ হাম্বল)। ঈসা ইবনে মরিয়ম একটি ছিফতি নাম। এই নাম কোন কালে কোন মানুষ দ্বারা রাখা হয়নি, এটি আল্লাহ্ প্রদত্ত নাম। তিনি মরিয়মের গর্ভজাত পুত্রকে এই খেতাবে ভূষিত করেছিলেন (আল ইমরান)। অনুরূপ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-কেও আল্লাহ্তা'লা 'মসীহা ঈসাবনা মারিয়মা' খেতাবে ভূষিত করেছেন। এর কারণস্বরূপ কেউ কেউ বলেছেন, 'আল্ মাহদী আশবাহুন্নাছা বি ইসাবনে মারিয়ামা খালকান ওয়া খুলকান' (আকমালুদ্দিন, ১৬৭ পৃঃ) অর্থাৎ ইমাম মাহদী (আঃ) আকৃতি ও প্রকৃতিতে ঈসা ইবনে মরিয়মের অনুরূপ হবেন। যদিও তিনি ঈসা ইবনে মরিয়মের অনুরূপ হবেন কিন্তু তিনি হবেন খাতামান্নবীঈন মোস্তাফা আহমদ মুজতবা (সাঃ)-এর আত্মিক বিকাশ। কোরআন শরীফের সূরা জুমুআর "ওয়া আখারিনা মিনহুম লাম্মা

ইয়ালহাকু বিহিম" এর মধ্যে একথা বর্ণিত হয়েছে। আখারিনদের মধ্যে মহানবী (সাঃ)-এর যে বিকাশ সেই বিকাশই হল ইমাম মাহদী (আঃ)। মহানবীর (সাঃ) পুর্ববর্তী নবীরা যেমন খাতামান্নবীঈনের আংশিক বিকাশ ছিলেন তেমনি ইমাম মাহদী (আঃ) শুধু ঈসা নবীর মসীলই হবেন না বরং তিনি হবেন সকল নবীর প্রতিবিম্ব বা বিকাশ। তাই হাদীসে বলা হয়েছে, "যারা আদম, শীস, নুহ, শাম, ইব্রাহীম, ইসমাঈল, মূসা, ইউশা, ঈসা, শামউন, এবং মোহাম্মদ (সাঃ)-কে দেখতে চায় তারা যেন মাহদীকে দেখে নেয়" (বিহারুলআনওয়ার, জিলদ ১৩, পৃঃ ২০২)। অন্যত্র বলা হয়েছে, "মাহদীর আসহাব রসূল করীম (সাঃ)-এর সাহাবীদের অনুরূপ হবেন। যদিও তারা অনারব হবেন এবং তাদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট হাফেযে কোরআন থাকবেন। আর এই অনারব সাহাবীরা আরবীও বলবেন" (নজমুস সাকেব)।

রসূল করীম (সাঃ) বলে গেছেন, "আমার উম্মতের সর্বশেষ দল হল সর্বোত্তম। কেননা, প্রথম দলে রসূলুল্লাহ্ স্বয়ং রয়েছেন এবং সর্বশেষ দলে থাকবেন ঈসা ইবনে মরিয়ম" (হুলিয়া আবু নায়ীম, কঞ্জুল উম্মাল)। এই হাদীসে আখারিনদেরকে উৎকৃষ্ট জামাত বলা হয়েছে। এবং উৎকৃষ্টতার মাপকাঠি শেষ যুগে আগমনকারী ঈসা ইবনে মরিয়মের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দেওয়া হয়েছে। শেষ যুগে আগমনকারী এই ঈসাকে নবী করীম (সাঃ) একটি হাদীসের মধ্যেই চার বার 'নবীউল্লাহ্' বা আল্লাহ্‌র নবী বলে বর্ণনা করেছেন (মুসলিম)। শেষ যুগে আগমনকারী এই নবীর নবুওয়তকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। শেষ যুগে ঈসা (আঃ)-এর আগমনকে যারা অস্বীকার করবে তারা কাফের (রুহুল মায়ানী)। মুফতি মোহাম্মদ শফী বলেছেন, 'আখেরী জামানায় আগমনকারী এই নবীর আগমনে খাতামান্নবীঈনের বিরোধ হয় না' (খতমে নবুওয়ত, ১০৬ পৃঃ)। অন্যত্র বলেছেন, 'অবশ্যই হযরত (সাঃ)-এর পরে তাঁর উম্মতের সংস্কার ও পরিশুদ্ধির উদ্দেশ্যে যিনি আবির্ভূত হবেন, তিনি স্বীয় নবুওয়ত পদে বহাল থেকে আঁ হযরত (সাঃ)-এর প্রবর্তিত আদর্শ ও শিক্ষা দীক্ষার অনুসারী হয়েই এ উম্মতের পরিশুদ্ধি ও সংস্কারের দায়িত্ব পালন করবেন' (মা'রেফুল কোরআন, ৭ম খণ্ড, ১৭৬ পৃঃ)। তিনি আরো বলেছেন, "এ ব্যাপারে তোমাদের নাক গলানোর কোন অধিকার নেই যে, আল্লাহ্ কাকে নবুওয়ত দিচ্ছেন এবং কাকে দিচ্ছেন না। নবুওয়তের বন্টন তোমাদের হাতে নয় যে, কাউকে নবী করার পূর্বে তোমাদের মত নিতে হবে। এটা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র হাতে। তিনি মহান। উপযোগিতা অনুযায়ী একাজ

সমাধা করেন (ঐ ৮০০ পৃঃ)। তিনি এ-ও বলেছেন, হযরত ঈসা (আঃ) অবতীর্ণ হওয়ার পরও সমস্ত লোক আঁ হযরত (সাঃ)-এর উম্মত হবে (খতমে নবুওয়ত, ৩৭২ পৃঃ)। তিনি মৌলানা জামী (রাহঃ)-এর কাব্য গাঁথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, 'ঈসা অবশ্যই নাজিল হবেন কিন্তু তিনি মহানবী (সাঃ)-এর দীন ও শরীয়তের অনুসারী হবেন, মূলের অধীনে শাখা হবেন মাত্র। শরীয়ত ও দীন হবে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর (ঐ ৪৩৫ পৃঃ)।

হ্যাঁ, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর শরীয়তই শেষ শরীয়ত এরপর আর কোন শরীয়তের আগমন হতে পারে না। রসূল করীম (সাঃ)-এর পরে আবির্ভূত নবী যিনি শেষ যুগে মসীহ্ রূপে আবির্ভূত হবেন তাঁর কোন নূতন শরীয়ত থাকবে না। তিনি হবেন শরীয়তে মোহাম্মদীর অনুসারী। এক কথায় মোহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মত। অর্থাৎ উম্মতী নবী। তাইতো হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, হুযূর (সাঃ) বলেছেন, 'এই উম্মতের নবীদের পরে উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হলেন আবূ বকর ও ওমর' (ইবনে আসাকির, কঞ্জুল উম্মাল)। এথেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, উম্মতে মোহাম্মদীতে আগমনকারী নবী ছাড়া অন্য সবার মধ্যে হযরত আবূ বকর (রাঃ) শ্রেষ্ঠ। এর পরবর্তী স্থান হযরত ওমর (রাঃ)-এর। এখন প্রশ্ন হল। এই উম্মতে কি কোন নবীর আবির্ভাব হবে ? হ্যাঁ, আমরা জানতে পেরেছি, আখেরী জমানায় ঈসা ইবনে মরিয়ম তুল্য ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব হবে। ঐ প্রতিশ্রুত মসীহ মোহাম্মদ (সাঃ)-এর শরীয়তের অধীনে একজন নবী হবেন।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে, হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ্তা'লার নিকট আরজ করলেন যে, তাঁকে যেন উম্মতে মোহাম্মদীয়ার নবী বানিয়ে দেওয়া হয়। তখন আল্লাহ্তা'লা এর উত্তরে বললেন, "ঐ উম্মতের নবী তাদের নিজেদের মধ্যে থেকেই হবে" (হুলিয়া, আবু নয়ীম, খাছায়েছে কুবরা, নসরুত্তিব, খতমে নবুওয়ত, ৩৪৫ পৃঃ)। এ থেকে জানা যায় যে, মহানবী (সাঃ)-এর উম্মতের মধ্যে নবীও জন্ম নিবে। এ ব্যাপারে আরও কয়েকটি হাদীস ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে, যার মধ্যে বলা হয়েছে যে, এই উম্মতের নবী ছাড়া অন্য সবার মধ্যে হযরত আবূ বকর (রাঃ) শ্রেষ্ঠ। এই উম্মতের মধ্যে অনেকেই যে নবুওয়তের যোগ্যতা সম্পন্ন তা মুফতী শফী সাহেব অকপটে স্বীকার করেছেন (দেখুন খতমে নবুওত, ২৯৯-৩০০ পৃঃ)। তিনি লিখেছেন, "এ উম্মতের মহান ব্যক্তিদের মধ্যে নবুওয়তের যোগ্যতা রয়েছে।"

পবিত্র কোরআনে আছে ঈসা নবীকে 'রাফা' করা হয়েছে। মুফতি শফী সাহেব 'রাফা' এর অর্থ করেছেন, উচ্চ করা, সম্মানিত করা (মারেফুল কোরআন, ৫২৪)। তিনি অপর এক স্থানে 'ছামা' এর অর্থ করেছেন "প্রত্যেক সুউচ্চ বস্তুকে বলা হয় ছামা (ঐ ৬০৪ পৃঃ)। তিনি মহাশূন্যকেও ছামা বলেছেন (ঐ)। অতএব 'ছামা' বা আকাশে জীবিত থাকার যেমন প্রশ্ন উঠে না তেমনি 'রাফা' দ্বারাও আকাশে উঠা বুঝায় না। 'রাফা' দ্বারা বুঝায় ঈসা (আঃ)-এর সম্মানকে উন্নীত করা হয়েছিল। তিনি স্বীকার করেছেন যে, "ঈসা ও ইদ্রিস আকাশে জীবিত---এগুলি ইসরাঈলী রেওয়ায়াত" (ঐ ৭ম খন্ড, ৫১২ পৃঃ)। পবিত্র কোরআন বলে ঈসা (আঃ) মৃত।

শেষ যুগে আগমনকারী ঈসা নবী ইমাম মাহদী (আঃ) ব্যতীত অন্য কেউ নন। আর তাই মহানবী (সাঃ) বলেছেন, 'লাল মাহদীউ ইল্লা ঈসা' (ইবনে মাজা)। অর্থঃ আগমনকারী ঈসা মাহদী ব্যতীত আর কেউ নয়। দুই ঈসা যে ভিন্ন ব্যক্তি তা নবী করীম (সাঃ)ও স্পষ্ট করে বলে দিয়ে গেছেন। তিনি ইসরাঈলী ঈসার যে আকৃতি বর্ণনা করেছেন তা থেকে পরবর্তীকালে আগমনকারী ঈসার আকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, " আমি কাশ্‌ফে ঈসা ও মূসাকে দেখেছি, ঈসা লাল রংয়ের এবং তাঁর কেশ কোঁকড়ানো ও বক্ষঃ প্রশস্ত" (বোখারী)। অন্যত্র বলেছেন, "আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি যেন কা'বার তোয়াফ করছি, এমন সময় হঠাৎ এক ব্যক্তি আমার সম্মুখে এল যার বর্ণ গমের ন্যায়, কেশ সরল এবং লম্বা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে ? উত্তর হল ইনি মসীহ্ ইবনে মরিয়ম (বোখারী, কিতাবুল ফিতন, বাব যিক্‌রে দাজ্জাল)। এই দুই বর্ণনায় মূসার সঙ্গী ঈসার রং লাল, চুল কোঁকড়ানো। আর দাজ্জালের মোকাবেলায় আগমনকারী ঈসার রং গম বর্ণ এবং চুল সরল লম্বা। দুজনের রং যেমন ভিন্ন তেমনি চুলের অবস্থাও ভিন্ন।

দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা হলেন মৌলানা মোহম্মদ কাশেম নানুতবী (রাহঃ)। মৌলানা নানুতবী খাতামান্নবীঈনের পর নবীর আগমন সম্বন্ধে বলেছেন,–"যদি নবী (সাঃ)-এর যুগের পরে কোন নবী সৃষ্টি হন তাহলে খাতমিয়তে মোহাম্মদীতে কোন পার্থক্য সৃষ্টি হবে না" (তাহজিরুন্নাস ২৮ পৃঃ) তিনি বলেন, "সাধারণ মানুষের ধারণায় আঁ-হযরত (সাঃ)-এর 'খাতাম' হওয়ার এই অর্থ যে, তিনি পূর্ববর্তী নবীদের পরবর্তী যুগে এবং সকলের শেষে নবী রূপে এসেছেন। কিন্তু জ্ঞানীদের কাছে স্পষ্ট যে, যুগের দিক দিয়ে পূর্ব এবং পরের মধ্যে কোন সম্মান নেই। অতঃপর প্রশংসার দিক দিয়ে

'ওয়ালাকির রসূলাল্লাহে ওয়া খাতামান্নবীঈন' কেমন করে সঠিক হবে ?" (তাহজিরুন্নাস ৩ পৃঃ)। যেহেতু খাতামান্নবীঈন একটি গৌরবসূচক খেতাব তাই রসূল করীম (সাঃ) নিজেও বলেছেন, এই খেতাবের জন্য আমার কোন গর্ব নেই (পূর্বোক্ত)। একটি হাদীসে আছে, 'আলা ইন্নাহু খালিফাতি ফি উম্মাতী ওয়া আলা ইন্নাহু লাইছা বাইনি ওয়া বাইনাহু নবীউন ওয়া রাসূলুন' (তিবরানী) অর্থাৎ আগমনকারী ঈসা আমার উম্মতে আমার খলীফা হবেন। আর হে লোক সকল! ভালোভাবে শুনে এবং জেনে রাখ যে, তার এবং আমার মধ্যবর্তী কালে আর কোন নবী ও রসূল নেই। হযরত শাহ ওলীউল্লাহ্ (রহঃ) যিনি দ্বাদশ হিজরীর মুজাদ্দেদ ছিলেন, বলেছেন, "প্রতিশ্রুত ঈসার জন্য জরুরী যে, তাঁর মধ্যে সৈয়্যদুল মুরসালীন (সাঃ)-এর জ্যোতির প্রতিফলন থাকবে। তিনি মোহাম্মদ মোস্তাফা (সাঃ)-এর যিল্ল বা প্রতিবিম্ব হবেন, তাঁর বুরুজ হবেন" (খায়রুল কাসীর, ৭২ পৃঃ)। তিনি বলেছেন, "সাধারণ মানুষ মনে করে, প্রতিশ্রুত ঈসা যখন পৃথিবীতে আবির্ভূত হবেন তখন তিনি শুধু একজন উম্মতী হবেন, নবী হবেন না। জেনে রাখ, একথা ভুল, এমন হবে না।" তিনি বলেছেন, "ঐ মসীহ মোহাম্মদ (সাঃ)-এর দ্বিতীয় রূপ হবেন" (দেখুন খায়রুল কাসীর)।

এই সব আলোচনা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, রসূল করীম (সাঃ)-এর পর আগমনকারী নবী ঈসা মসীহ খেতাব প্রাপ্ত ইমাম মাহদী (আঃ) একাধারে নবী এবং উম্মতী হবেন। তিনি কোন স্বাধীন ও স্বতন্ত্র নবুওয়ত নিয়ে আবির্ভূত হবেন না। তিনি হবেন বিশ্বনবী মহানবী (সাঃ)-এর আত্মিক বিকাশ। খাতামান্নবীঈনের মোহরের ছাপ নিয়েই তিনি আবির্ভূত হবেন। তাঁর আগমন মোহাম্মদ (সাঃ)-এর দ্বিতীয় আগমন রূপে পরিচিত হবে। তাঁর দ্বারা ইসলাম সমগ্র বিশ্বে জয়যুক্ত হবে।

ইমাম মাহদীর (আঃ) নবুওয়ত

মসীহে মাওউদ (আঃ) বলেন,–

"এই বলা হয় যে, নবুওয়তের দাবী করেছে,–কীরূপ অজ্ঞতা, কী প্রকার বিদ্বেষ এবং কীরূপ সত্য থেকে বিচ্যুতি ! হে অজ্ঞের দল ! নবুওয়ত সম্বন্ধে আমার উদ্দেশ্য এই নয় যে, আমি 'নাউযুবিল্লাহ', আঁ-হযরতের (সাঃ) মোকাবেলায় দণ্ডায়মান হয়ে নবুওয়তের দাবী করেছি বা কোন শরীয়ত

আনয়ন করেছি। আমার নবুওয়তের একমাত্র অর্থ ব্যাপকভাবে ঐশী বাক্যালাপ যা আঁ-হযরতের (সাঃ) আনুগত্যে লভ্য (হকিকাতুল ওহী, পরিশিষ্ট, ৬৮ পৃঃ)। ইসলামের পরিভাষায় নবী এবং রসূলের অর্থ যিনি পূর্ণ শরীয়ত আনয়ন করেন অথবা পূর্ববর্তী শরীয়তের কোন কোন হুকুমকে রহিত করেন অথবা পূর্বতন নবীর উম্মত রূপে অভিহিত হন না এবং পূর্ববর্তী কোন নবীর আনুগত্য না করে সরাসরি খোদাতা'লার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন। তাই সতর্ক থাকা উচিত যে, এখানেও যেন এরূপ অর্থ না বুঝা হয়। কেননা, আমাদের শরীয়তগ্রন্থ কোরআন ব্যতিরেকে নয় এবং আমাদের রসূল মোহাম্মদ (সাঃ) ব্যতিরেকে এবং আমাদের কোন ধর্ম ইসলাম ভিন্ন নয়। আর আমরা এই কথায় বিশ্বাস রাখি যে, আমাদের নবী (সাঃ) খাতামুল আম্বিয়া এবং কোরআন শরীফ খাতামুল কুতুব (আল্ হাকাম জি-৩, পৃঃ-২৯)। "আঁ-হযরতের (সাঃ) উম্মতের মধ্যে বনী ইসরাঈল নবীদের তুল্য ব্যক্তির উদ্ভব হবে এবং একজন এমনও হবেন যিনি একাধারে নবী ও একাধারে উম্মতি, ইনিই মসীহ মাওউদ নামে কথিত (হকিকাতুল ওহী, হাশিয়া, ১০১ পৃঃ)। উল্লেখ্য যে, হাদীসসমূহে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল আঁ-হযরত (সাঃ)-এর উম্মতের মধ্যে এক ব্যক্তি হবেন যিনি ঈসা ইবনে মরিয়ম এবং নবীরূপে অভিহিত হবেন (ঐ, ৩৯১ পৃঃ)। মৌদুদী সাহেব তার তফসীরে শেষ যুগে আগমনকারী মসীহের সম্বন্ধে বেশ কিছু উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তা থেকে কিছু এখানে পেশ করা হল। 'হযরত ঈসা (আঃ)-এর নাজিল এই খতমে নবুওয়তের পক্ষে কোন প্রতিবন্ধক নয়। কেননা, তিনি যখন নাজিল হবেন তখন তিনি হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর দীনেরই অনুসারী হবেন (১২/১৫২)। তিনি যখন নাজিল হবেন তখন হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর শরীয়তের অনুসারী হিসাবে নাজিল হবেন যেন তিনি তাঁর উম্মতের একজন (ঐ)। হযরত ঈসার (আঃ) নাজিল হওয়া তাঁর খাতামুন্নবীঈন হওয়ার পথে বাধা নয় (ঐ ১৫৪)। তাঁর উম্মতের একজন হবেন তিনি (ঐ)। তিনি হবেন নবী করীমের (সাঃ) খলীফা (ঐ)। নবী করীম (সাঃ) বলেছেনঃ আমার ও তার (ঈসার) মাঝখানে কোন নবী নাই আর তিনি অবশ্যই নাজিল হবেন (ঐ ১৬৪)। তিনি আসবেন হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর অধীন ও তাবে হয়ে (ঐ ১৭৩)। তা (নবুওয়ত) হতে তিনি বিচ্যুত হবেন না (ঐ)। নাজিল শব্দ সৃষ্টি করা অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে (১৬/১৬১)। দুনিয়ায় যে রসূলই এসেছেন তিনি সহসা আকাশ থেকে নেমে আসেন নি (১৪/১১৫)। আহমদী জামাতের

বিরুদ্ধে লিখতে গিয়ে তিনি যা লিখেছেন তাতেও আহমদী জামাতের প্রতিষ্ঠাতার সত্যতাই প্রতিপন্ন হয়।

ফতুহাতে মক্কীয়া, জি–২, পৃঃ ৩, আল ইওয়াকিতুল জওয়াহের, জি–২, আল ইনসানুল কামেল, জি–১, পৃঃ ৯৮, তফহিমাতে এলাহিয়া, জি–২, পৃঃ ৭২, মকতুবাতে ইমাম রব্বানী, জি–১ পৃঃ ৪৩২, ইকতেরাবুছ ছায়াত, ১৬২ পৃঃ, দাফেউল ওয়াছওয়াছ ১৬ পৃঃ, তাহজিরুন নাছ ২৮ পৃঃ। এইসব পুস্তকে বলা হয়েছে যে, খাতামান্নবীঈনের পর আর কোন শরীয়তওয়ালা ধর্ম প্রবর্তক নবী আসতে পারে না তবে তাঁর উম্মত থেকে যদি কেউ নবীর পদমর্যাদা লাভ করেন তাহলে তাতে খতমে নবুওয়তের কোন হানি হবে না।

ইদানিং কালে ইমাম মাহদী (আঃ) সম্বন্ধে কয়েকটি বাংলা বই বাজারে বেরিয়েছে। তাতে বিভিন্ন ওলামা ইমাম মাহদীকে (আঃ) কীরূপ দৃষ্টিতে দেখেছেন তার একটা নমুনা দেখুন। মৌলনা আমিনুল ইসলাম–ইমাম মেহদীর আখলাক বা চরিত্র প্রিয়নবী হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর মহান আখলাকের অনুরূপই হবে [ইমাম মাহদীর (আঃ) আগমনের পূর্বে ও পরে, ৫ পৃঃ] মৌলানা খন্দকার মোহাম্মদ বশির উদ্দীন –হযরত ইমাম মেহদী (আঃ) হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সহিত হুবহু মিলে যাবেন। -----তিনি নবীদের সমপর্যায়ভুক্ত হবেন [হযরত ইমাম মেহদী (আঃ) ২ পৃঃ] এতে মনে হয় যেন দেড় হাজার বছর আগেকার অন্তর্নিহিত সেই রসূলই আবার নতুন রূপ ধরে পৃথিবীতে আসছেন (কানা দাজ্জালের আগে ও পরে, ৮ম পৃঃ)। অর্থাৎ ইমাম মাহদী (আঃ) হবেন মহানবীর (সাঃ) বুরুজ বা আত্মিক বিকাশ। যারা ইস্রায়লী নবী ঈসার (আঃ) আগমন প্রতীক্ষায় আছেন তাদেরকে ইমাম মাহদী (আঃ) বলেন, 'মরিয়মের পুত্র নিয়ে গর্ব করার কিছু নেই। মহানবীর (সাঃ) গোলাম তাঁদের থেকেও শ্রেষ্ঠ পদ লাভে সক্ষম, বড় নবীর গোলামও বড়। পূর্ববর্তী নবীদেরকে মান্য করে মানুষ যে পদমর্যাদা লাভ করতে পারেনি, মহানবীর (সাঃ) অনুসরণ করে মানুষ সেই পদ মর্যাদা লাভ করতে পারবে। তাই পূর্ব যুগের নবীরাও মহানবীর (সাঃ) উম্মত হওয়ার আকাঙ্খা করেছেন। এই উম্মতে এমন কী আছে যা নবীদেরও আকাঙ্খার বস্তু ? তা হল ইমাম মাহদীর (আঃ) পদ মর্যাদা। জাহানে নও পত্রিকা লিখেছে–হযরত মূসা (আঃ) এবং ঈসা (আঃ) যদি আমাদের নবী করীমের (সাঃ) পরে আগমন করতেন তাহলে তাঁরাও এ শরীয়তের আনুগত্য স্বীকার করতেন (বিশেষ সংখ্যা, ১৩৬৯ পৃঃ ৩৩)। নবুওয়তের মকামে উন্নীত না হয়ে কারো পক্ষে পূর্ণ নেতৃত্ব

দান সম্ভব নয়। জনাব মৌদুদী বলেন–'অধিকাংশ লোক একামতে দীন আন্দোলনের জন্য এমন এক কামেল মহাপুরুষের অনুসন্ধান করে----তিনি যেন কামালতের প্রতিমূর্তি হন -----অন্য কথায় তারা প্রকৃত প্রস্তাবে এক নবীকে পাবার অভিলাষী। -----নবী হতে নিম্নস্তরের কোন ব্যক্তিতে তারা সন্তুষ্ট নহে, (তরজুমানুল কোরআন, ডিসেম্বর–জানুয়ারী ১৯৪২–৪৩ পৃঃ ৪০৬)। কসিদা বুরদাতে বলা হয়েছে–

ফাইন্নাকা শামছু ফাজলিন হুম কাওয়াকিবুহা

ইউজাহিরনা আনওয়ারাহা লিন্নাছে ফিজ্‌জুলামি।

অর্থাৎ মোহাম্মদ (সাঃ) সূর্য সদৃশ, অন্য নবীগণ তারকা সদৃশ। সূর্য থেকে আলো লাভ করে লোকের মধ্যে তা বিতরণ করা হয়েছে। এই সূর্যরূপ নবীর (সিরাজাম মুনিরা) আলো লাভ করেই চতুর্দশীর চাঁদের ন্যায় ইমাম মাহদী (আঃ) চতুর্দশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছেন। ইমাম মাহদী (আঃ) বলেছেন ঃ

ওহ পেশওয়া হামারা জিস্‌সে হ্যায় নূর সারা

নাম উসকা হ্যায় মোহাম্মদ দিলবর মেরা এহি হ্যায়।

অর্থাৎ– আমার সকল জ্যোতিঃ আমার নেতা ও গুরু নবী সম্রাট মোহাম্মদ মোস্তফার (সাঃ) নিকট থেকে প্রাপ্ত। অতএব ইমাম মাহদীর (আঃ) নবুওয়ত তাঁর নিজস্ব নবুওয়ত নয়। এই নবুওয়ত মহানবীর (সাঃ) নবুওয়ত, যা ফানাফির রসূলের মকামে উন্নীত হয়ে ইমাম মাহদী (আঃ) লাভ করেছেন।

আহমদী সম্প্রদায় মহানবীর (সাঃ) পর নতুন কাউকে নবী মানে নি। ইমাম মাহদীও (আঃ) নতুন কেউ নন। তাঁর কথা দেড় হাজার বৎসর আগে নবী করীম (সাঃ) বলে গেছেন। অতএব তাঁকে মানার অর্থ দেড় হাজার বৎসর পূর্বের মহানবীর (সাঃ) হুকুমকেই মান্য করা, এককথায় মহানবীকেই মান্য করা।

এক গলতি কা ইযালা পুস্তকে মসীহ মাওউদ (আঃ) লিখেছেন, "আমার জামাতের কতকজন, যাহারা আমার পুস্তকাদি মনোযোগ সহকারে পড়ার সুযোগ পায় নাই এবং জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ পূর্ণভাবে অবহিত হইবার জন্য যথেষ্ট সময় আমার সাহচর্যে থাকে নাই, তাহারা আমার দাবী ও প্রমাণ সম্বন্ধে পরিচয়ের স্বল্পতাবশতঃ কোন কোন ক্ষেত্রে বিরুদ্ধবাদীগণের আপত্তি শুনিয়া যে উত্তর দিয়া বসে, তাহা বাস্তব ঘটনার সম্পূর্ণ বিপরীত। ফলে সত্য পথে থাকিয়াও তাহাদিগকে লজ্জা পাইতে হয়। কয়েকদিন হইল এইরূপ এক

ব্যক্তির নিকটে কোন বিরুদ্ধবাদী আপত্তি জানায় যে, তুমি যাহার নিকট বয়াত (শিষ্যত্ব গ্রহণ) করিয়াছ, তিনি নবী ও রসূল হইবার দাবী করিয়াছেন। ইহার উত্তর শুধু অস্বীকার জ্ঞাপক শব্দে দেওয়া হইয়াছিল। অথচ এইরূপ উত্তর সঠিক নহে। সত্য কথা এই যে, আমার প্রতি অবতীর্ণ আল্লাহ্‌র পবিত্র ওহী (বাণী) সমূহে নবী, রসূল ও মুসরাল শ্রেণীর শব্দ একবার দুইবার নহে, শত শতবার বিদ্যমান রহিয়াছে। অতঃপর আমার ওহীতে এই সকল শব্দ নাই বলা কীরূপে সত্য হইতে পারে ? পরন্তু পূর্বেকার তুলনায় এখন এই শব্দ আরও স্পষ্ট ও সরলভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। প্রশ্ন হইতে পারে, আঁ হযরত (সাঃ) যখন খাতামান্নবীঈন তখন তাঁহার পরে কীভাবে নবী আসিতে পারেন ? ইহার উত্তর এই যে, ঠিক সেইভাবে কোন নূতন বা পুরাতন নবী নিশ্চয়ই আসিতে পারেন না, যেভাবে আপনারা মনে করেন যে, শেষ যুগে ঈসা আলায়হেস সালাম নামিয়া আসিবেন, তখনও তিনি নবী থাকিবেন, চল্লিশ বৎসর ধরিয়া তাঁহার প্রতি নবুওয়তের ওহী হইতে থাকিবে এবং তাঁহার দ্বিতীয় নবুওয়তকাল আঁ হযরতের (সাঃ) নবুওয়ত কাল হইতেও দীর্ঘতর হইবে। এইরূপ বিশ্বাস পোষণ করা নিশ্চয়ই পাপ। আমরা ইহার ঘোর বিরোধী। কোরআনের আয়াত ঃ

অলাকির রাসূলাল্লাহে ওয়া খাতামান্নবীঈন (সূরা আহযাবঃ ৪১) এবং হাদীস 'লা নাবীয়া বা'আদী' উক্ত আকিদাকে সর্বৈব মিথ্যা প্রমাণিত করিতেছে এবং আমরা এইরূপ আকিদার ঘোর বিরোধী। উক্ত আয়াতের উপর আমরা পূর্ণ ও সত্যিকার বিশ্বাস রাখি।

এই আয়াতে আল্লাহ্‌তা'লা এক ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন। আমাদের বিরুদ্ধবাদীগণ তাহা অবগত নহেন। আল্লাহ্‌তা'লা এই আয়াতে জানাইয়াছেন, আঁ হযরত (সাঃ)-এর পর কেয়ামত পর্যন্ত ঐশীবাণীর পথ রুদ্ধ করা হইয়াছে, এবং ইহা সম্ভব নহে যে, ইহার পর কোন হিন্দু, ইহুদী, খৃষ্টান বা কোন নামধারী মুসলমান নিজেকে নবী বলিয়া সাব্যস্ত করে। নবুওয়তের সকল পথ রুদ্ধ করা হইয়াছে, কিন্তু একটি পথ অর্থাৎ সীরতে সিদ্দীকির পথ খোলা আছে, যাহাকে ফানাফির রসূল বলে। সুতরাং এই পথ দিয়া যে ব্যক্তি খোদার নিকটবর্তী হয়, তাঁহাকে প্রতিচ্ছায়া রূপে মোহাম্মদী নবুওয়তের বসনে ভূষিত করা হয়। এইরূপে যিনি নবী হন, তিনি আক্রোশের পাত্র নহেন। ইহা তাঁহার স্বকীয় স্বতন্ত্র নবুওয়ত নহে, পরন্তু তিনি ইহা তাঁহার নবীর উৎস হইতে গ্রহণ করেন এবং নিজ গৌরবের জন্য নহে বরং তাঁহার নবীর গৌরব

প্রকাশের জন্য। এই কারণে আকাশে তাঁহার নাম মোহাম্মদ ও আহমদ। ইহার অর্থ এই যে, মোহাম্মদ (সাঃ)-এর নবুওয়ত অবশেষে বুরুজীভাবে হইলেও মোহাম্মদই (সাঃ) প্রাপ্ত হইলেন, অপরে ইহা পাইল না। অতএব, খাতামান্নবীঈন আয়াতটির অর্থ হইবে এইরূপ ঃ মোহাম্মদ এই মরলোকবাসীদিগের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নহেন, তিনি অমরলোকবাসী পুরুষদিগের পিতা; এবং তিনি 'খাতামান্নবীঈন' তাঁহার সূত্রে ব্যতীত আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ পাইবার আর কোন পথ নাই। মোট কথা আমি মোহাম্মদ (সাঃ) ও আহমদ (সাঃ) হওয়ার কারণে আমার নবুওয়ত ও রেসালত লাভ হইয়াছে, স্বকীয়তায় নহে, 'ফানাফির রসূল' হইয়া অর্থাৎ রসূলের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলীন করিয়া পাইয়াছি। সুতরাং ইহাতে 'খাতামান্নবীঈনের' অর্থে কোন ব্যতিক্রম ঘটিল না। পক্ষান্তরে ঈসা আলায়হেস্‌সালাম আবার এই পৃথিবীতে আসিলে খাতামান্নবীঈনের অর্থে নিশ্চয়ই ব্যতিক্রম ঘটিবে।

স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, আল্লাহ্‌ হইতে জানিয়া যিনি গায়েবের (অজ্ঞেয়) সংবাদ জানান, অভিধান অনুসারে তিনি নবী। অতএব যেখানে এই অর্থ বুঝাইবে, সেখানে নবী শব্দের প্রয়োগ সঙ্গত হইবে। প্রত্যেক নবীর জন্য রসূল হওয়ার শর্ত রহিয়াছে। কারণ, যদি তিনি রসূল না হন, তাহা হইলে নির্মল গায়েবের খবর তিনি পাইতে পারেন না।

আল্লাহ্‌তা'লা কাহাকেও গায়েবের সংবাদের আধিপত্য দান করেন না, পরন্তু যে ব্যক্তিকে তিনি রসূল স্বরূপ মনোনীত করেন। (সূরা জিন্ন ঃ ২৭-২৮) আয়াতটি এইরূপ সংবাদ লাভের পরিপন্থী। যদি আঁ হযরত (সাঃ)-এর পর এই অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে নবীর আগমন অস্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ইহা অবশ্যই মানিতে হয় যে, উম্মতে মোহাম্মদীয়া আল্লাহ্‌র সহিত বাক্যালাপের সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত। কারণ যাঁহার উপর আল্লাহ্‌র নিকট হইতে গায়েবের সংবাদ প্রকাশিত হইবে– 'লা ইউজহেরু আলা গায়বিহী' আয়াত অনুসারে তাহার উপর 'নবী' শব্দের মর্ম প্রযুক্ত হইবে। এইরূপে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তা'লার দ্বারা প্রেরিত হইবে, তাঁহাকে আমরা রসূল বলিব। তন্মধ্যে পার্থক্য এই যে, আঁ হযরত (সাঃ)-এর পরে কেয়ামত পর্যন্ত নূতন শরীয়তসহ কোন নবী বা রসূল আসিবেন না; অথবা কোন ব্যক্তি নবী নাম লাভের অধিকারী হইবেন না, যিনি আঁ হযরত (সাঃ)-এর অনুসরণ না করেন এবং এমন ফানাফির্ রসূল অর্থাৎ আঁ হযরত (সাঃ)-এর মধ্যে বিলীন হইয়া না যান, যাহার ফলে আকাশে তাঁহার নাম মোহাম্মদ ও আহমদ রাখা হয়। এবং যে

স্বতন্ত্রভাবে দাবী করে সে নিশ্চয় কাফের। ইহার মধ্যে আসল তত্ত্ব এই যে, খাতামান্নবীঈন শব্দের মর্মানুযায়ী স্বাতন্ত্রের লেশ মাত্র বাকী থাকিতে কোন ব্যক্তি নবুওয়তের দাবী করিলে, সে খাতামান্নবীঈনের উপরোক্ত মোহর ভঙ্গকারী হইবে। পক্ষান্তরে যদি কেহ খাতামান্নবীঈন-এর মধ্যে এইরূপ বিলীন হইয়া যান যে, তাঁহার সহিত একান্ত একীভূত হইয়া এবং স্বীয় স্বাতন্ত্রের পূর্ণ বিলোপ সাধন দ্বারা তাঁহারই নাম লাভ করেন এবং পরিণামে স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় তদীয় সত্তায় আঁ হযরত (সাঃ)-এর ছবি ফুটিয়া উঠে, তাহা হইলে মোহরকে না ভাঙ্গিয়াই তিনি নবী আখ্যা লাভ করিবেন, কারণ প্রতিচ্ছায়ারূপে তিনি মোহাম্মদ (সাঃ)। মোহাম্মদ ও আহমদ নামে অভিহিত এই প্রতিবিম্বিত ব্যক্তির নবী ও রসূলের দাবী সত্ত্বেও সৈয়্যদনা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-ই খাতামান্নবীঈন থাকেন। কেননা, এই দ্বিতীয় মোহাম্মদ (আঃ) সেই প্রথম মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম এরই প্রতিকৃতি এবং তাঁহার নামে আখ্যায়িত। কিন্তু ঈসা (আঃ) স্বতন্ত্র নবী হওয়ার কারণে খতমে নবুওয়তের মোহর না ভাঙ্গিয়া তিনি আসিতে পারেন না। ----------

অতএব স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম এর প্রতিবিম্বরূপে আমি নবী বা রসূল হওয়া অস্বীকার করি না। এই অর্থেই সহী মুসলিমে মসীহে মাওউদকে 'নবী' বলা হইয়াছে।

আল্লাহ্ হইতে যিনি গায়েবের সংবাদ পান, তাঁহার নাম নবী না হইলে কী নামে তাঁহাকে অভিহিত করা যাইবে ? যদি বল তাঁহাকে 'মুহাদ্দাস' বলা উচিত তাহা হইলে আমি বলিতে চাই যে, কোন অভিধানেই 'তাহ্দীসের' অর্থ গায়েবের সংবাদ দেওয়া নহে; কিন্তু নবুওয়তের অর্থ গায়েবের সংবাদ দেওয়া। নবী আরবী ও হিব্রু উভয় ভাষার শব্দ। হিব্রুতে এই শব্দ উচ্চারণ 'নাবী' এবং ইহা 'নাবা' ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার অর্থ আল্লাহ্র নিকট হইতে জানিয়া গায়েবের সংবাদ দেওয়া। নবীর জন্য শরীয়তদাতা হওয়ার শর্ত নাই। নবুওয়ত আল্লাহ্র অপার্থিব দান। ইহা দ্বারা গায়েবের সংবাদ ব্যক্ত হয়।

সুতরাং আমি যখন অদ্যাবধি খোদার নিকট হইতে প্রায় দেড় শত ভবিষ্যদ্বাণী লাভ করিয়া স্বচক্ষে পূর্ণ হইতে দেখিয়াছি, তখন আমার নবী ও রসূল হওয়া আমি কীরূপে অস্বীকার করতে পারি ? যখন স্বয়ং খোদাতা'লা আমাকে নবী ও রসূল আখ্যা দিয়াছেন, তখন আমি কীরূপে ইহা প্রত্যাখান করিতে পারি এবং তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্যকে ভয় করি ?

যে খোদা আমাকে পাঠাইয়াছেন এবং যাঁহার প্রতি মিথ্যা আরোপ করা মহাপাপীর কাজ, আমি তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, তিনি আমাকে মসীহে মাওউদ রূপে পাঠাইয়াছেন। আমি যেইভাবে কোরআন শরীফের আয়াতের প্রতি পূর্ণ ঈমান রাখি, সেইরূপ বিন্দুমাত্র পার্থক্য না করিয়া আমার প্রতি অবতীর্ণ আল্লাহ্‌র প্রত্যেকটি পরিষ্কার ওহীর উপর ঈমান রাখি। উহাদের সত্যতা অবিরাম নিদর্শনের দ্বারা আমার নিকট সুপ্রকাশিত হইয়াছে। আমি কাবাগৃহে দাঁড়াইয়া শপথ করিতে পারি যে, যে সকল পবিত্র ওহী আমার নিকট অবতীর্ণ হয়, উহা সেই আল্লাহ্‌র যিনি হযরত মূসা, হযরত ঈসা এবং হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি আপন বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন। পৃথিবী ও আকাশ আমার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছে। পৃথিবী ও আকাশ উভয়েই ঘোষণা করিয়াছে, আমি আল্লাহ্‌র খলীফা। কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আমাকে প্রত্যাখান করাও অবধারিত ছিল। যাহাদের হৃদয়ের উপর আবরণ পড়িয়াছে, তাহারা আমাকে গ্রহণ করিবে না। যেভাবে খোদা স্বীয় নবীগণকে সাহায্য করেন, আমি জানি নিশ্চয়ই তিনি আমাকেও সেইভাবে সাহায্য করিবেন। আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া কেহই তিষ্ঠিতে পারিবে না। কারণ, আল্লাহ্‌র সাহায্য তাহাদের সঙ্গে নাই। যে স্থানে আমি নবী বা রসূল হওয়া অস্বীকার করিয়াছি, সেখানে ইহা এই অর্থেই করিয়াছি যে, আমি শরীয়তদাতা নবী নহি এবং স্বাধীন ও স্বতন্ত্র নবীও নহি। কিন্তু আমি আমার নেতা রসূলের আত্মিক কল্যাণ লাভ করিয়া এবং তাঁহারই নামে আখ্যায়িত হইয়া, তাঁহারই মাধ্যমে খোদা হইতে আমি গায়েবের জ্ঞান পাইয়াছি। এই অর্থে আমি নবী ও রসূল। কিন্তু আমার কোন নূতন শরীয়ত নাই। এইরূপে নবী হওয়া আমি কখনও অস্বীকার করি নাই পরন্তু এই অর্থেই আল্লাহ্‌ আমাকে নবী ও রসূল বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। অতএব এখনও আমি এই অর্থে নবী ও রসূল হওয়া অস্বীকার করি না। ... ...

"হাঁ, একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে এবং কখনও ভুলিলে চলিবে না যে, যদিও আমি নবী ও রসূল নামে আখ্যায়িত হইয়াছি, তথাপি খোদাতা'লার তরফ হইতে আমাকে জানান হইয়াছে যে, আমার প্রতি তাঁহার এই করুণা সাক্ষাৎভাবে হয় নাই, পরন্তু আকাশে এক পবিত্র পুরুষ আছেন, যাঁহার আত্মিক শক্তি আমাতে ক্রিয়াশীল হইয়াছে। তাঁহার নাম **মোহাম্মদ মোস্তাফা**

(সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম)। তাঁহার মধ্যবর্তিতা বজায় রাখিয়া এবং তাঁহাতে বিলীন হইয়া, তাঁহার মোহাম্মদ ও আহমদ নাম লাভ করিয়া আমি রসূল ও নবী। অর্থাৎ আমি আল্লাহ্‌র প্রেরিত এবং আল্লাহ্ হইতে গায়েবের সংবাদ প্রাপ্ত হই। কারণ, আমি প্রতিফলন ও প্রতিবিম্বন প্রক্রিয়ায় প্রেম-দর্পণের মধ্যবর্তিতায় সেই নাম পাইয়াছি। এইরূপে খাতামান্নবীঈনের মোহর অক্ষুণ্ন রহিয়াছে। যদি কেহ আল্লাহ্‌র এই ওহীর প্রতি অসন্তুষ্ট হয় যে, কেন খোদাতা'লা আমার নাম নবী ও রসূল রাখিয়াছেন, তাহা হইলে ইহা তাহার মূর্খতা হইবে। কারণ, আমার নবী ও রসূল হওয়াতে নবুওয়তের মোহর ভগ্ন হয় না।' ... .

আঁ হযরত (সাঃ)-এর সহিত মাহ্‌দীর সম্পর্ককে যাহারা দৈহিক বলিয়া মনে করেন, তাহাদের কেহ বলিয়াছেন মাহ্‌দী হাসান বংশীয় হইবেন, কেহ বলিয়াছেন হোসেন বংশীয় হইবেন এবং কেহ বলিয়াছেন আব্বাস বংশীয় হইবেন। কিন্তু আঁ হযরত (সাঃ)-এর কেবল এই উদ্দেশ্য ছিল যে, তিনি সন্তানের ন্যায় তাঁহার উত্তরাধিকারী হইবেন, যথা তাঁহার নামের, তাঁহার গুণের, তাঁহার আধ্যাত্মিকতার এবং সকল দিক দিয়া নিজের মধ্যে তাঁহার পূর্ণ প্রতিচ্ছবি দেখাইবেন। নিজের তরফ হইতে নহে, পরন্তু সব কিছু তিনি তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করিবেন এবং তাঁহার মধ্যে বিলীন হইয়া তাঁহারই চেহারা দেখাইবেন। সুতরাং যেমন বুরুজীভাবে তিনি তাঁহার নাম, তাঁহার গুণ, তাঁহার জ্ঞান লইবেন, তেমনি তাঁহার নবী উপাধিও গ্রহণ করিবেন। কারণ, বুরুজী ছবি ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হইতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না এই ছবি সকল দিক দিয়া আপন আসলের পূর্ণতা প্রকাশ করে। সুতরাং নবুওয়ত যেহেতু নবীর মধ্যে একটি গুণ, অতএব বুরুজী ছবির মধ্যেও উক্ত গুণের বিকাশ হওয়া আবশ্যক। সকল নবী একথা স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন যে, বুরুজী ব্যক্তি মূল ব্যক্তির পূর্ণ প্রতিচ্ছবি হইয়া থাকে। এমনকি নাম পর্যন্ত এক হইয়া যায়। সুতরাং এইরূপ অবস্থায় ইহা স্পষ্ট যে, যেমন বুরুজীভাবে মোহাম্মদ (সাঃ) এবং আহমদ (সাঃ) নাম রাখিলে দুই মোহাম্মদ ও দুই আহমদ হন না তদ্রূপ বুরুজীভাবে নবী ও রসূল বলিলে খাতামান্নবীঈনের মোহর ভাঙ্গে না। কারণ, বুরুজী সত্তা কোন পৃথক সত্তা নহে। এইরূপ হইলে মোহাম্মদ (সাঃ)-এর নামের নবুওয়ত হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হইয়া যায়। ...

..."কিন্তু হযরত ঈসা (আঃ) পৃথিবীতে দ্বিতীয়বার আগমন করিলে খাতামান্নবীঈনের মোহর না ভাঙ্গিয়া, তিনি কীভাবে পৃথিবীতে আসিবেন ? সুতরাং খাতামান্নবীঈন শব্দ এক ঐশী মোহর, যাহা আঁ হযরত (সাঃ)-এর নবুওয়তের উপর সংযুক্ত হইয়াছে। ইহার পর এই মোহর ভাঙ্গিবার কোন সম্ভাবনা নাই। তবে ইহা সম্ভব যে, আঁ হযরত (সাঃ) একবার নহে, পরন্তু হাজার বার পৃথিবীতে বুরুজী রঙে অবতীর্ণ হইতে পারেন এবং বরুজী রঙ্গে সকল গুণসহ আপন নবুওয়তকেও প্রকাশ করিতে পারেন। এই বুরুজ খোদাতা'লার তরফ হইতে এক নির্দ্ধারিত পদবী। যেমন আল্লাহ্‌তা'লা বলিয়াছেন, 'ওয়া আখারিনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকু বিহিম'–আম্বিয়াগণের আপন বুরুজের প্রতি আক্রোশ থাকে না কারণ, তাঁহারা তাহাদিগের ছবি ও নক্‌শা হইয়া থাকেন। কিন্তু অপরের জন্য নিশ্চয় ইহা আক্রোশের কারণ হয়। ভাবিয়া দেখ, হযরত মূসা (আঃ) যখন মে'রাজের রাত্রে দেখিলেন যে, আঁ হযরত (সাঃ) তাঁহাকে ছাড়াইয়া আগাইয়া গিয়াছেন, তখন কীভাবে তিনি কাঁদিয়া কাঁদিয়া মনের আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সুতরাং যে অবস্থায় খোদাতা'লা বলেন যে, তোমার পর আর কোন নবী আসিবেন না এবং তিনি নিজ কথার বিরুদ্ধে পুনরায় ঈসাকে (আঃ) পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে এইরূপ কাজ আঁ হযরত (সাঃ)-এর কী পরিমাণ মনক্ষোভের কারণ হইবে ? মোট কথা বুরুজী রঙের নবুওয়ত দ্বারা খতমে নবুওয়তে কোন তারতম্য ঘটে না এবং মোহর ভাঙ্গে না। কিন্তু অন্য কোন নবী আসিলে ইসলামের মূল উৎপাটিত হইয়া যায় এবং ইহাতে আঁ হযরত (সাঃ)-এর একান্ত অপমান হয় যে এ দাজ্জাল হত্যার বিরাট কাজ ঈসা (আঃ)-এর দ্বারা সমাধা হইল এবং আঁ-হযরত (সাঃ)-এর দ্বারা হইল না এবং মহিমান্বিত আয়াতঃ 'ওলাকির রাসূলাল্লাহে ওয়া খাতামান্নবীঈন' নাউযুবিল্লাহ্‌ মিথ্যা প্রতিপন্ন হইয়া যায়। অত্র আয়াতে এক ভবিষ্যদ্বাণী গুপ্ত আছে। উহা এই যে, ইহার পর কিয়ামত পর্যন্ত নবুওয়তের উপর মোহর লাগিয়া গিয়াছে এবং বুরুজী সত্তা ব্যতিরেকে যিনি স্বয়ং আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সত্তা কাহারও মধ্যে এই শক্তি নাই যে, খোলাখুলিভাবে নবীগণের ন্যায় খোদার নিকট হইতে কোন অদৃশ্যের জ্ঞান লাভ করে। যেহেতু সেই বুরুজী মোহাম্মদ (সাঃ), যিনি পূর্ব হইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, আমি স্বয়ং, সুতরাং বুরুজী রঙের নবুওয়ত আমাকে দেওয়া

হইয়াছে। এখন এই নবুওয়তের মোকাবিলায় সমস্ত জগৎ অসহায়। কারণ, নবুওয়তের উপর মোহর রহিয়াছে। সমস্ত মোহাম্মদী গুণে ভূষিত একজন মোহাম্মদী বুরুজ শেষ যুগের জন্য নির্দ্ধারত ছিল। তদনুযায়ী তিনি আবির্ভূত হইয়াছেন।

..... আমার সকল লেখার সারমর্ম এই যে, মুর্খ বিরুদ্ধবাদী আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে, এই ব্যক্তি নবী বা রসূল হইবার দাবী করে। আমার এই প্রকার কোন দাবী নাই তাহারা যেভাবে ধারণা করে আমি সেইভাবে নবীও নহি এবং রসূলও নহি। তবে আমি যেভাবে বর্ণনা করিয়া আসিয়াছি সেইভাবে নবী এবং রসূল। সুতরাং যে ব্যক্তি দুষ্টামি করিয়া আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনে যে, আমি (স্বতন্ত্র) নবুওয়ত এবং রেসালত দাবী করি, সে মিথ্যাবাদী এবং এইরূপ খেয়াল অপবিত্র। বুরুজী আকারে আমাকে নবী এবং রসূল করা হইয়াছে। ইহার ভিত্তিতে খোদা বার বার আমার নাম রসূলুল্লাহ্ ও নবীউল্লাহ্ রাখিয়াছেন; কিন্তু বুরুজীরূপে। ইহার মধ্যে আমার নিজস্ব সত্তা নাই, পরন্তু মোহাম্মদ (সাঃ) বিরাজিত। এই কারণে আমার নাম মোহাম্মদ (সাঃ) এবং আহমদ (সাঃ) হইয়াছে। সুতরাং নবুওয়ত এবং রেসালত অপর কাহারও নিকট গেল না, মোহাম্মদ (সাঃ)-এর বস্তু মোহাম্মদ (সাঃ)-এর নিকট রহিল, আলায়হেস সালাতু ওয়াস্ সালাম।

– সমাপ্ত –

খোদার পরে মোহাম্মদের
প্রেম যদি হয় কুফরসম,
খোদার কসম, সেই প্রেমেতে
কাফের আমি প্রধানতম।

[হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)]

আমাদের বিশ্বাস

- আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লার রসূল।
- হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) খাতামান নবীঈন অর্থাৎ নবীদের মোহর। তাঁর মোহর বা সত্যায়ন ছাড়া কোন নবী নেই।
- হযরত আদম (আঃ) থেকে হযরত ঈসা (আঃ) পর্যন্ত যত নবী এসেছেন তদ্রুপ কোন নবী আর পৃথিবীতে আগমন করবেন না। ঐরূপ কোন নতুন নবী বা পুরাতন নবীও মহানবীর (সাঃ) পর আসবেন না। নতুন কোন শরীয়ত গ্রন্থও নাজিল হবে না। মোহাম্মদী শরীয়তে কোন পরিবর্তন এবং পরিবর্দ্ধনও হবে না। ইসলাম সকল নবীর প্রচারিত শিক্ষার সমষ্টি। মহানবীর (সাঃ) আগমনের পর ইসলাম পূর্ণতা লাভ করেছে।
- মহানবীর (সাঃ) অনুকরণ ও অনুসরণের ফলে মানুষ এমন পদমর্যাদা লাভ করতে পারে যা অন্য কোন নবীর উম্মত লাভ করতে পারেনি। বিশ্বনবীর (সাঃ) পূর্বে আগত বড় বড় নবীদের মধ্যে কেউ কেউ মহানবীর (সাঃ) অধীনে উম্মতি নবী হওয়ার আকাঙ্খা প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু আল্লাহতালা এহেন প্রার্থনাকে নামঞ্জুর করে বলেছেন যে, "ঐ উম্মতের নবী ঐ উম্মত থেকেই হবে"।
- ইমাম মাহদী (আঃ) উম্মতে মোহাম্মদীয়ার মধ্যে জন্মগ্রহণকারী এক মহান ব্যক্তিত্ব। তিনি উম্মতি নবীর পদমর্যাদায় উন্নীত। এই উচ্চ পদমর্যাদার জন্যই নবীরা আকাঙ্খা পোষণ করেছিলেন। ইমাম মাহদী (আঃ) মোহাম্মদের (সাঃ) গোলাম, শিষ্য এবং আধ্যাত্মিক সন্তান। তিনি শ্রেষ্ঠ নবীর শ্রেষ্ঠ উম্মত।